স্বীকার করতেহ হয়।

প্রশ্ন ৪.৮। আকবরের রাজত্বকাল হতে ঔরংজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ

ভূমিকা

মুঘল যুগে বিশেষ করে আকবরের আমল থেকে ভারতের বৈদেশিক তথা সামুদ্রিক বাণিজ্য মোটামুটিভাবে উন্নত ছিল। এই সময় ভারত বিদেশ থেকে যা আমদানি করতো, রপ্তানি করতো তার চেয়ে বেশি মূল্যের পণ্যসামগ্রী। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান ছিল খুবই উর্ধ্বে। ফলত, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতে অনুকূল বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ঘটতো। বিদেশ হতে সোনা-রূপা প্রচুর পরিমাণে ভারতে আসতে থাকে এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে ভারত সমৃদ্ধিশালী হয়।

... বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

Scanned with CamScanner

জিনিসপত্রের কম দামের জন্য বাংলার সুনাম ছিল এবং খাদ্যসামগ্রীর একটা বড় অংশ এখান থেকে সংগৃহীত হ'তো। বাংলা হতে করমণ্ডল এবং কন্যাকুমারিকা হয়ে কেরলে পাঠান হ'তো জলপথে। গুজরাটে চিনি যেতো জাহাজে এবং সেখান থেকে পারস্যে। আফিম জমা হ'তো কেরলে এবং সেখান থেকে বিদেশে। উড়িষ্যা থেকে মাখন ও লাক্ষা দক্ষিণ ভারতের বন্দরে জমা করা হ'তো। ৪০ হাজার টন চালও পাঠান হ'তো এইসব বন্দরে। বাংলাদেশে আমদানি করা হ'তো তুলোর সুতো আর তামাক। সতের শতকে ওলন্দাজরা বাংলাদেশ হতে সরাসরি রেশম কিনে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যেতো। বিশেষ করে হল্যাণ্ড ও জাপানে তারা রেশম বিক্রি করতো। ওলন্দাজ বণিকেরা কাশিমবাজার থেকে ২২ হাজার গাঁট উৎপাদিত রেশমের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কিনে নিত। মধ্য এশিয়ার ব্যবসায়ীরা তাদের নিকট হতে রেশম কিনতো। তাছাড়া জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রচুর পরিমাণে তুলার সুতো ও চিনি ভারত থেকে রপ্তানি হ'তো। বাংলাদেশ হ'তো জলপথে চাল এবং রেশম পাটনায় রপ্তানি হতো। সেখান থেকে এসব জিনিস ভারতের অন্যত্র পাঠান হ'তো। কাঁচা রেশম, চিনি, চাল, গম, মাখন প্রভৃতি জিনিস পূর্বাঞ্চল থেকে গঙ্গা ও যমুনা ধরে আগ্রায় পাঠান হ'তো। আগ্রা থেকে চিনি, গম ও রেশম এবং নীল আসতো গুজরাটে।

রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী

কিভাবে বিদেশে

আন্তর্জাতিক বাজারে নীলের চাহিদা ছিল। মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা প্রচুর

Scanned with CamScanner

এইসব বন্দরগুলি দিয়ে অন্য দেশে চাপান যেতো। ভারতে তৈরি বস্ত্রের বিভিন্ন দেশে চাহিদা ছিল খুবই বেশি। এশিয়ার বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের বিনিময়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র আমদানি করা হতো। এ কারণে বিদেশী বণিকরা প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের ভারতীয় বস্ত্র কিনে এবং সেগুলি বিক্রি করে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) থেকে মসলাপাতি কিনতো। ভারতে তারা সোনার বিনিময়ে বস্ত্র কিনতো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হ'তো। পূর্বদিকে মালাক্কা এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের দিকে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হ'তো। বিদেশ হতে হীরে, জহরৎ, সোনা, রূপা ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য ভারতে আমদানি করা হতো। সতের শতকে বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল সুরাট। মুঘল যুগে দক্ষিণ পূর্ব

দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানি

Scanned with CamScanner

মুঘল যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের নিকট জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণ বণিকেরা কোম্পানী স্থাপন করতো এবং তাদের দেশের সরকার এগুলিকে সনদ মারফৎ বাণিজ্য করবার অনুমোদন দিত। কিন্তু মূলত এক্ষেত্রে বিভিন্ন বণিক কোম্পানীর বদলে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত হতো। ভারতে পর্তুগীজ অভিযানের সাজসরঞ্জাম ও অর্থ যুগিয়েছিলেন পর্তুগালের রাজা। ওলন্দাজ ও ইংল্যাণ্ডের কোম্পানীগুলিও তাদের সরকারের কাছ থেকে সনদ পেয়েছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির অনুকরণে ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানীও গঠিত হয়। এ কোম্পানীকেও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ইউরোপের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক

Scanned with CamScanner